প্রতিবন্ধকতার গণ্ডি পেরিয়ে সফলতার গল্প

আমার নাম তসলিমা জান্নাত। বয়স ২৬ বছর। গ্রাম পালাকাটা ০৭ নম্বর ওয়ার্ড চকরিয়া কক্সবাজার। আমরা ০২ ভাই ০৪বোন। আমার বাবা একজন কৃষক। আমি জন্মের ০২ বছর পরে পোলিও রোগে আক্রান্ত হই। একদিন রাতে আমার প্রচন্ড তাপমাত্রায় জ্বর উঠে আমার এক পা ছোট বড় হয়ে যায়। আমার বাম পা দিয়ে তেমন হাঁটতে পারিনা । তখন আমি হাঁটাচলা করতে পারতাম না। দুই বছর পর্যন্ত আমি হামাগুড়ি দিয়ে চলাফেরা করছি। আমার বাবা-মা আমাকে নিয়ে অনেক গ্রামের ডাক্তার কবিরাজ দেখানোর পরে, একটু একটু ধরে ধরে দাঁড়ানো শিখছি। আমার পরিবার আমার বড় ভাই আমার মা আমাকে কোলে করে স্কুলে নিয়ে যেত।সেখানে এসএআরপিভি'র রায়হান ভাই আসে। তিনি এস এআরপিভি স্কুলে আমাকে ভর্তি করাবে এবং সেখানে বিনামূল্যে পড়ালেখা করানো হবে মাকে বলেন। ২০০৫ সালে আমি প্রাথমিক শাখা শেষ করি পরে আমাকে মাধ্যমিক শাখায় ভর্তি করেন সেখানে আমি এসএসসি পাস করি ২০১০ সালে।। একদিন এস এ আর পি ভি মাঠ কর্মী জনাব শাহ আলম ভাই আমাদের এলাকায় প্রতিবন্ধী জরিপ করতে আসেন। তখন আমি ওনার জরিপে অন্তর্ভুক্ত হই। আমি SARPV এর সাথে যোগাযোগ করার পর জানতে পারি প্রতিবন্ধী অধিকার সম্পর্কে। SARPV প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমি বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়েছি। যেমন নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ, শিশু সুরক্ষা ও জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ, সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ, হাঁস মুরগি প্রশিক্ষণ, ব্লক বাটিক প্রশিক্ষণ, সেলাই প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। সেলাই প্রশিক্ষণ পাওয়ার পরে SARPV P& O ডিপার্টমেন্টে সেলাই কাজের জন্য আমাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। ২০১২ সাল থেকে আমি এসআরপিভি P&O ডিপার্টমেন্টে সেলাই কাজ করতাম। আমার কাজ ছিল Cervical Collerতৈরি করা, Abdomen Belt তৈরি করা, Arum Sling তৈরি করা। তখন আমাকে প্রোডাকশন হিসেবে টাকা দেওয়া হতো। ঐ টাকা দিয়ে আমি আমার পরিবারে কিছু সাপোর্ট দিতে পারতাম এবং নিজের খরচ ও পড়ালেখার খরচ চালাতে পারতাম। তারপর আমাকে এসআরপিভিপিতে হিসাবরক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় ২০১৩ সালে SARPV প্রতিষ্ঠানের RD জনাব কাজী মাকসুদুল আলম মুহিদ স্যারের সহযোগিতায় আমি কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। আমার বেতন ধরা হয়েছিল ৪ হাজার টাকা। বর্তমানে আমি ২৮২৭৫হাজার টাকা বেতন পাই।আমি প্রায় ১২ বছর ধরে এস এ আর পি ভি তে কর্মরত আছি।

274/4 3rd Floor, South Monipur (60 feet Road), Mirpur, Dhaka- 1216
WWW.SARPV.ORG